R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ ৩১ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা পৌষ, বুধবার, ১৪১৩ সাল। ২০শে ডিসেম্বর ২০০৬ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

লাঞ্ছিতা গৃহবধূ ও তার দুই সন্তান শ্বশুরবাড়ী থেকে রহস্যজনকভাবে উধাও, অভিযোগের বারো দিন পরও পুলিশ নির্বিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ থানার বীরেন্দ্রনগর গ্রামের মঙ্গল মন্ডলের স্ত্রী চঞ্চলা (২৫) ও তার দুই সন্তান চার বছরের ছেলে রাকেশ ও আড়াই বছরের মেয়ে পার্বতী গত ২ ডিসেম্বর '০৬ থেকে নিখোঁজ। চঞ্চলার বাবা একই থানার মহম্মদপুর গ্রামের সাধন মন্ডল মেয়ে ও নাতি-নাতনির খোঁজে হন্যে হয়ে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি ঘোরাঘুরি করে ব্যর্থ হন। শেষে ৫ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ থানায় শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে তাঁর মেয়ের উপর নির্যাতনের লিখিত অভিযোগ (জি, ডি, নং ২৪৮ তাং ৫/১২/০৬) আনেন। তাতে জানা যায়, আট বছর আগে চঞ্চলার সঙ্গে বীরেন্দ্রনগর গ্রামের (শেষ পৃষ্ঠায়)

নীতিহীনভাবে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী নিয়োগে হাইকোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান পুর এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের প্রয়োজনে কর্মী ও সহায়িকা নিয়োগের জন্য সামসেরগঞ্জের সি ডি পি ও-র দপ্তর থেকে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয় সম্প্রতি। তাতে পুরসভার বাইরের প্রার্থী বা শিক্ষাগত যোগ্যতায় স্নাতক গ্রহণযোগ্য হবে না উল্লেখ থাকে। এছাড়া ভোটার কার্ড বা রেশন কার্ড না থাকলে প্রার্থীর নাম বাতিল করার কথাও উল্লেখ থাকে। এর প্রেক্ষিতে কিছু প্রার্থীর অভিযোগ—পরীক্ষার সময় আড়াই ঘন্টা উল্লেখ থাকলেও দু' ঘন্টায় পরীক্ষা শেষ করা হয়। সামসেরগঞ্জ ব্লক ছাত্র পরিষদের সভাপতি ইসলাম খাঁন অভিযোগ করেন—পুর এলাকার বাসিন্দা হিসাবে যে ৩২ জন অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে, তার মধ্যে ১৮ জন স্নাতক। এবং কয়েকজন পুর এলাকার বাইরের বাসিন্দা। এই অভিযোগ তারা ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ার পার্সেন চেনবানু খাতুনকে, সামসেরগঞ্জের (শেষ পৃষ্ঠায়)

মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্র-যুব উৎসব—২০০৬

অসিত রায় ঃ শহীদ ভগৎ সিং এর স্মৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্র-যুব উৎসব—২০০৬ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ১১ থেকে ১৩ ডিসেম্বর '০৬ রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় এবং রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে। উদ্যোক্তা ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পতাকা উত্তোলন করেন জঙ্গিপুরের পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। সেই সাথে শহর পরিক্রমা, শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে ছাত্র-যুব উৎসবের সূচনা। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস, এইডস্ বিরোধী দিবস এবং সংহতি দিবস এর মধ্যে ছিল তিনদিনের উৎসবের থিম। মৈত্রী, সৌভ্রাতৃত্ব, সন্ত্রাস-যুদ্ধমুক্ত পৃথিবী ও ভয়াবহ এইডস্-এর প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতার বিকাশসাধনে ছাত্র ও যুব সমাজকে এই মহান যজ্ঞে ব্রতী হওয়ার আহ্বান। বিভিন্ন দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল প্রতিযোগিতামূলক। জেলাভিত্তিক এই পর্বে প্রথম স্থানাধিকারী (শেষ পৃষ্ঠায়)

মোটর সাইকেলের ধাক্কায় মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পুর এলাকার ছোটকালিয়া গ্রামের হরিদাস সিংহের স্ত্রী ছায়া সিংহ (৫৪) মহম্মদপুরে রাস্তা পেরোতে গিয়ে উল্টো দিক থেকে আসা এক মোটর সাইকেলের (No. WB 58 E 7017) জোরালো ধাক্কায় মাথায় গুরুতর আঘাত পান। ঘটনাটি ঘটে গত ১ ডিসেম্বর দুপুরে। আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে ছায়াদেবীকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

মেন লাইনে তার চুরি তাই বহু গ্রাম অন্ধকারে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১২ ডিসেম্বর রাতে রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের বাড়ালা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পিছন থেকে মন্ডলপুর গ্রাম পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার এলাকার মেন লাইনের বৈদ্যুতিক (শেষ পৃষ্ঠায়)

উৎসব বাড়ী ব্যবহারে সরকারী ফরমান জারী

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ পরিবেশ দূষণ রোধের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ উৎসব বাড়ী ব্যবহারে কিছু বিধি-নিষেধ জারী করেছে। পৌরসভাগুলিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে—তারা যখন উৎসব বাড়ীকে ট্রেড লাইসেন্স দেবে তখন যেন পরিবেশ বিষয়ক শর্তাবলী তার উপর আরোপ করা হয়। এই সব (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন ঃ ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা পৌষ বুধবার, ১৪১৩ সাল।

সভ্যতা ও সত্যতা

[গত ১৩৫৩ সালের (পরাধীন ভারত) জঙ্গিপুর সংবাদে 'সভ্যতা ও সত্যতা' শিরোনামায় দাদাঠাকুরের লেখা একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ পায়। আজ স্বাধীনতার দীর্ঘ বছর অতিক্রান্ত হলেও আমাদের মানসিকতার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। পথে ঘাটে সর্বত্র সভ্যতা ও সত্যতার লড়াই। এটি পুনঃমুদ্রিত করা হল।

সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ]

অধিকাংশ লোকেই বলে থাকে—দেশ আর অসভ্য নাই ক্রমে ক্রমে সকলেই সভ্যতার আলোক পেয়ে সভ্য হ'তে চলেছে। সাবেক চলনে কাউকে চলতে দেখলেই তথাকথিত সভ্যরা তা'কে অসভ্য জ্ঞানে বলে থাকে—গরুর গাড়ীর যুগে যা' হ'তো এখন তা চলবে না।

আমরাও বলি সত্যি সত্যি তা চলবে না। এখন সভ্য জগতে খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে চলতে হবে। এখন লোকের মান সম্মানের জ্ঞান হয়েছে। মর্য্যাদা জ্ঞানও যথেষ্ট। মর্য্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন লোকের কাছে শুধু মান মর্য্যাদা নয়, ধন প্রাণ শুদ্ধ বাঁচাতে হ'লে সাবধানে চলা দরকার। আগে একজনের অভাবের সময় তার প্রতিবেশী তা'কে টাকা ধার দিত, বিনা দলিলে, বিনা লেখাপড়ায়, বন্ধক না নিয়ে; সাক্ষী থাকতেন—ভগবান, চন্দ্র, সূর্য্য, মা বসুমতী। সে টাকা যদি দেনাদার জীবন থাকতে পরিশোধ করতে না পারতো মরণকালে দশজনের সামনে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পাওনাদারের মোকাবিলা ক'রে দিয়ে যেত—উত্তরাধিকারীদের বলে যেত আমার আত্মার শান্তির জন্য এই টাকা শোধ ক'রে দিও, নইলে আত্মার মুক্তি নাই। আজ লেখাপড়া ক'রে সাক্ষী রেখে, দলিল রেজেষ্টারী করেও দেনা ফাঁকি দিবার কত যে কৌশল সভ্য জগত শিক্ষা দিয়েতে ও দিচ্ছে তার সীমা সংখ্যা নাই। অসভ্য যুগে দেনা তামাদী হ'তো না, এখন তামাদী করতে পারলে ব্যস্। অমনি! ইন্সলভেন্সি নিয়ে পাওনাদারকে রম্ভা প্রদর্শন এক অকাট্য কৌশল। তারপর এক বৎসর কি দেড় বৎসর পর ইন্সলভেন্ট আবার শেঠজী। অথচ সাবেক দেনা আর দিতে হবে না। কাজেই আমরা সভ্যতা দিয়ে সত্যতাকে ধ্বংস করতে সিদ্ধহস্ত হয়েছি।

কেউ কাউকে বিশ্বাস করি না। সহোদরকে ফাঁকি দিবার অব্যর্থ আর্য্যা স্ত্রীধন করা। রাস্তায় চলতে হ'লে সঙ্গী পথিককে বিশ্বাস করা আর চলে না। অফিসে অফিসে লেখা আছে "পকেটমার হ'তে সাবধান" এক ভাষায় নয় দেশের চলিত সব ভাষায় সবকে সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছে। রেলের গাড়ীতে ছাপার অক্ষরে লিখে দিয়েছে মালের উপর নজর রাখো, নিজের টিকিট নিজে কেনো, ঠগ, জোচ্চোর, পকেটমার তোমার নিকটেই আছে। বলুন দিখিনি—কত সভ্য যুগ এটা। এটা সভ্যতার আলোক—তার ঔজ্জল্য যে কত, তা বলবার নয়। চোক বুজেছ কি সব লোপাট। সভ্যতা সত্যতাকে তফাৎ করে দিয়েছে। আদালতে সাক্ষী দিতে বা নালিশ করতে সত্যতা বা হলপ পাঠ করতে হয়—আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি—আমি যে এজাহার করবো তার সকল অংশ সত্য হবে কোন অংশ মিথ্যা হবে না। শেষ অবধি বিচারক এই সত্যতা পাঠযুক্ত সাক্ষ্য জেরার চোটে মিথ্যা এমন কি জলজিয়ন্ত মিথ্যা দেখে হলপকারীকে মিথ্যাবাদী ঘোষণা করে রায় দিতে বাধ্য হন। প্রতিজ্ঞা বা হলপের মূল্য সভ্যতার যুগে এইভাবে নির্ধারিত হয়। তাই বলি সভ্যতার আলোকে সত্যতা ঝলসিয়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সভ্যতা সত্যতাকে দেশ থেকে না তাড়িয়ে ছাড়বে না।

মোবাইল-মঙ্গল

শীলভদ্র সান্যাল

শুন শুন মহাশয়, শুন গুণীজন
মেবাইল-মঙ্গল-কাব্য করিব কীর্তন।
কেমনে বর্ণিব হায় মহিমা তাঁহার,
একবিংশ শতাব্দীর নয়া অবতার!
সরকারি গোত্র তাঁর বি-এস-এন-এল
বেসরকারি বহুবিধ, হাচ্, এয়ারটেল ...
ক্ষুদ্র কায়া ধরি শোভা পান হাতে হাতে
কখনও বা কটিদেশে বেল্টের সাথে
বিরাজ করেন কভু কারও বুক পকেটে
ভ্যানেটি ব্যাগের গুপ্ত নিরাপদ পেটে
ফিতাটি কখনও রহে কন্ঠদেশ বেড়ি
শো-ম্যান-শিপের চিহ্ন পথে ঘাটে হেরি
শব্দ তরঙ্গ তুলি হন আবির্ভূত
দূরভাষে কথা হয় পেলে কোনও ছুতো!
বিচিত্র কলেবর, বিচিত্র আকার
কত না রঙের শোভা, কত না বাহার!
প্রতিক্ষণে প্রভাময় তাঁহার প্রকাশ
অপরের মাৎসর্য করিয়া বিকাশ!
তরুণ-তরুণী কিম্বা বাল-বৃদ্ধ-যুবা'
সকলের হাতে হাতে তিনি পান শোভা।
জাতি-ধর্ম-শ্রেণী-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে
সবারে করেন কৃপা সব পরিবেশে।
এমনকি উৎকট বেশ পরিহিতা
মোবাইলে কথা কয় হাটের বণিতা।
পুলকিত চিত শুনি বিচিত্র সঙ্গীত
পূজার ফাঁকেতে কথা কন পুরোহিত
কলেজের ক্লাশগুলি করিবার ছলে
মোবাইলে কত-শত প্রেমপর্ব চলে!
সুন্দরীর হস্তে তাহা বড় মনোলোভা
মুগ্ধ-চিতে কবি ভাবে কে বা কার শোভা
মোবাইল সহ সব হয় ঘরছাড়া
শতগুণ বাড়ে কথা কহিবার তাড়া।
বোতাম টিপিয়া তাঁরে কর্ণমূলে আঁটে
কথা ব'লে তৃপ্তি পায় জনতার হাটে।
কেমনে মহিমা তাঁর প্রকাশি সকল
বাঙালির নবতম স্টাটাস সিম্বল!
মোটর বাইকে পথে চলিতে চলিতে
মোবাইল চলে কথা বলিতে বলিতে
অধিক কী কব ভাই, রথ-তলা ছাড়ি
পথে দেখি সাধু এক জটাজুট ধারী
মোবাইল ঝোলে এক বক্ষে তাঁহার!
(ভক্তিভরে কোনও শিষ্য দিবে উপহার)
দৃশ্য দেখি হয়ে গেছি আমি বোকা-হাবা
লোকে তাঁরে বলে নাকি 'মোবাইল বাবা'
অন্য একদিন দেখি ধাপার মাঠেতে
মোবাইল লয়ে কেহ কানে আছে পেতে
কলকল কথা কয় পুলকিত চিতে
গাড়ু লয়ে প্রাতঃকৃত্য করিতে করিতে!
এবারে দেখিনু 'অ্যাড্' শারদীয়া পূজার
মোবাইল হস্তে শোভা পান দশভুজা!
ধন্য ধন্য মোবাইল তব পুণ্য গাথা
কত সাধে সৃজিলেন তোমায় বিধাতা!
কালে কালে আরও কত দেখিব না জানি
তোমার মহিমা বল কেমনে বাখানি!
এ-যুগে যে-জন হায় মোবাইল-ছাড়া
তার মত আর কেহ নাই হতচ্ছাড়া!
অতএব ধার কর্জ করি একখান
মোবাইল কিনে ভাই রাখ তব মান!
মোবাইল-মঙ্গল কথা অমৃত সমান
বাবা বিশ্বকর্মা কহে, শুনে পুণ্যবান॥

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পুর শহরে উপযুক্ত বাজার চাই

রঘুনাথগঞ্জ বিভিন্ন দিক দিয়ে আজ গুরুত্বপূর্ণ শহর। সাগরদিঘী তাপ বিদ্যুৎ-এর দৌলতে এখানে বিভিন্ন কারিগরী সংস্থার কর্মীরা বাসা বেঁধেছেন। যার ফলে শহরে ফাঁকা বাড়ী নাই বললেই চলে। অথচ এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় তরিতরকারি বা মাছ-মাংসের উপযুক্ত কোন বাজার নেই। নানা উন্নয়নের মাঝে জঙ্গিপুর পুরসভার এই ব্যর্থতা সত্যিই দুঃখজনক। এক সময় এখানে সদরঘাট এলাকায় সুপার মার্কেট তৈরী হয়। সেখানে তরিতরকারি, (৩য় পৃষ্ঠায়)

॥ শীতের বিলাস ॥

সাধন দাস

শীত এলো কোলকাতায়—গড়ের মাঠের হলুদ রোদে, কমলালেবুর খোসায়। শীত এলো চিড়িয়াখানায়, বাঘের গায়ে। শীত এলো পার্ক সার্কাসে, রবীন্দ্র সদনে, বইমেলায়। শীত এলো ট্যুরিষ্ট বাসের জানলায়, শান্তিনিকেতনে, জয়দেবে, সাগর-মেলায়। শীত এলো বাজারে—ফুলকপি, রাঙা টম্যাটো, সীম, পালংশাক, গাজর আর শাকালুর শিল্পসম্ভারে। শীত এলো ব্যস্ত ফুটপাতে, কিশোরীর লাল কার্ডিগান আর পুল ওভারে, কিশোরের ব্যাগী সোয়েটের আর নস্যিরং দস্তানায়। শীত যেন এক বাৎসরিক উৎসব নিয়ে হাজির হয় মহানগরীর পথে পথে।

বেচারী শীতবুড়ি! মহানগরীতে পশমী পোষাকের বর্ম ভেদ ক'রে সে যে মরণকামড় বসাতে পারে না। হিমালয় থেকে বৃথাই তার কোলকাতা আসা! তাই কোলকাতা থেকে সাত-তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটিয়ে হাওড়া আর শিয়ালদায় দূরপাল্লার ট্রেনে চ'ড়ে অজ গাঁয়ের ইষ্টিশানে নেমে, ফসল-কাটা রিক্ত মাঠের শিশির ভেজা আল বেয়ে, চুপিসারে সে কখন ঢুকে পড়ে পটলিদের কুঁড়েঘরে। ছেঁড়া কাঁথার ফাঁক দিয়ে পটলির বুকে বসায় বিষদাঁত। হেল্‌থ-এর বাবুরা এসে বলে যায়—পটলির নিউমোনিয়া। পটলির বাবা দু'দুবার ব্রঙকাইটিসে ভুগেও গায়ে চেঁড়া গামছা জড়িয়ে মাটির কলসী ভ'রে খেজুর-রস নামিয়ে আনে। কুয়াশা-জড়ানো উঠোনে কাকভোরে উঠে পটলির মা ধান সেদ্ধ করে। পটলির বাবা যায় লাঙল নিয়ে জমিতে। পাশের বাড়ির গৌরসুন্দরবাবু খবরের কাগজ পড়তে পড়তে যখন চায়ের কাপে চুমুক দেয়, পটলি তখন নিউমোনিয়া জীর্ণ শীর্ণ শরীরে একখানা ময়লা ছেঁড়া বস্তা নিয়ে সোনাঝুরির জঙ্গলে জ্বালানীর জন্য শুকনো পাতা কুড়োয়। হায় রে পটাল !! বাপ তার খেজুর রসের জোগানদার, তবু খেজুর রসের স্বাদ তার জানা নেই। বেলা ৮টা বাজতে না বাজতেই ওই অমৃতভান্ড চলে যায় শহুরে বিলাসী বাবুদের ঘাজারে। পটলিও গেছে বাজারে—নলেন গুড়, পেঁয়াজকলি, ধনেপাতা, রাঙা আলু, বরবটি, ইয়া বড়ো রুই—জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে নেয় পটলি।

বিলাসী শীতে পটলির তেলবিহীন রুক্ষ চুল বাতাসে ওড়ে। সুজয়দের বাড়িতে আজ পৌষপার্বণ—গোকুলপিঠে, চন্দ্রপুলি, পাটিসাপটা, ক্ষীরের পায়েস, পটলি বড় বড় নখ দিয়ে পিঠ চুলকায়, খড়ি ওঠে গায়ে। বোসবাড়ির সবাই আজ গাড়ি করে যাবে পিকনিকে—অযোধ্যা পাহাড়ে। এক হাঁড়ি মাংস, রাজভোগ, কাঁচাগোল্লা আর দই। পটাল নিজের অজান্তে ঢোঁক গেলে। সে শুকনো পাতা নিয়ে গেলে তার মা দুটো ফ্যানভাত চাপাবে। দাদুর জন্য চোখে জল আসে তার। গতবার এই শীতে খোলা দাওয়ায় পড়ে থেকে থেকে বুড়োটা একদিন হিম হয়ে মরে গেল।

পটলির শতচ্ছিন্ন ছেঁড়া ফ্রকের ফাঁক দিয়ে উত্তুরে হাওয়া ঢোকে। গায়ের লোমকূপ খাড়া হয়। ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝরে যায় সোনাঝুরির শুকনো পাতা। দূরের পাকা রাস্তা দিয়ে হর্ন বাজিয়ে চলে যায় ট্যুরিষ্ট বাসের সারি—যেন শীতের পাখি—সাইবেরিয়া টু আলিপুর। বুকের মধ্যে হাত জড়ো করে পটলি। জ্বর আসে তার। কাঁপতে থাকে, কাঁপতে থাকে .... আর প্রার্থনা জানায় ঃ 'ওগো শীতবুড়ি, এই হা-ভাতে অনাথ-আতুরের ঘরে অভিশাপ নিয়ে তুমি আর এসো না। আমাদের ভাঙা ঘর, ছেঁড়া কাঁথা আর মাটির দাওয়া, কোথায় বসবে তুমি? বরং সাঁঝের ডাউন ট্রেন ধরে আবার তুমি চলে যাও শহরে, কোলকাতায়, যারা তোমাকে বরণ করে নেবার জন্য চন্দ্রমল্লিকার মালা নিয়ে বসে আছে, যাদের কাশ্মীরী শাল আর আলোয়ান আজও হিমায়িত হয়ে আছে ন্যাপথলিনের গন্ধে! শীতবুড়ি, অনেক তো হল, এবার যাও—'

হয়তো পটলির প্রার্থনা শোনে শীতবুড়ি। তাই মর্মরিত ঝরাপাতার বনে আবার দখিণা হাওয়ায় দুলে ওঠে নতুন পল্লব আর তারই ফাঁকে রঙের আগুন জ্বালিয়ে দেয় অশোক, পলাশ, শিমুল আর কৃষ্ণচূড়া। ডেকে ওঠে ঘুমন্ত কোকিল। পৌষালি কুয়াশা ছিঁড়ে জন্ম নেয় নতুন ঋতু, নতুন দিন। বনে-বনান্তে কে যেন গেয়ে ওঠে—'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।'

রাজ্যস্তরে সঙ্গীতে প্রথম

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কো-অর্ডিনেশন এর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে গত ২৪ ও ২৫ নভেম্বর '০৬ রাজ্যস্তরে এক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় মহকুমা, জেলা ও সর্বোপরি রাজ্যস্তরে সঙ্গীতে প্রথম হয় রঘুনাথগঞ্জ আনন্দধারা সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র অয়ন ব্যানার্জী। রাজ্যস্তরে মোট ২৪ জন প্রতিযোগী ছিল বলে খবর।

সঙ্গীত উৎসব—২০০৬

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এখানকার ওস্তাদ কাদের বক্স মিউজিক কলেজের ব্যবস্থাপনায় গত ১০ ডিসেম্বর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল রঘানাথগঞ্জ রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে। বিশিষ্ট প্রবীণ সঙ্গীত শিল্পী সাধন চট্টোপাধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। প্রয়াত বরেণ্য শিল্পী ওস্তাদ অমীর খাঁ, পন্ডিত শ্রীকান্ত বাঁকড়ে ও শঙ্কর দাসগুপ্তর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীরা। কলেজ অধ্যক্ষ অর্দ্ধেন্দু দাস পরিবেশন করলেন যোগরাগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। সঙ্গতে ছিলেন বেতার ও দূরদর্শনখ্যাত পন্ডিত সুজিত সাহা, কানন ঘোষাল, প্রদীপ নাগ এবং চিত্তরঞ্জন দোলুই। সন্তুর, গীটার ও তবলা সমন্বয়ে ঝাঁপতাল, বিলম্বিত ও তিনতাল দ্রুত পরিবেশনায় সমবেত শ্রোতাদের প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়। কলেজের কৃতিদের মানপত্র প্রদানও ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় বিশিষ্ট শিল্পীরা পরিবেশন করলেন নজরুল-গীতি। রঘুনাথগঞ্জ মিউজিক কলেজের উপস্থাপনায় সঙ্গীত অনুষ্ঠান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রেখেছিল। আশা করা যায় উদ্যোক্তারা আগামী দিনে এই রকম আরও মনোরম সন্ধ্যা উপহার দেবেন।

সারদা মায়ের জন্মদিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১১ ডিসেম্বর বাণীপুর সারদা শিক্ষা নিকেতন শ্রীশ্রীমা সারদার জন্মদিবস পালন করে। সকালে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের প্রভাতফেরীর মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সারাদিন পূজারতি, ভোগদান, সারদা মায়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

উপযুক্ত বাজার চাই (২য় পৃষ্ঠার পর)

মাছ ইত্যাদি কেনা-বেচার বাজার চালু করে পুরসভা। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তদানীন্তন প্রভাবশালী কমিশনারের স্বার্থ চরিতার্থে ১৭-১৮ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তা জবর-দখল করে চালু হওয়া তরকারি বাজার আজও চলছে। পুর এলাকার ইজ্জত বাড়াতে এরজরুরী পরিবর্তন প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে পুরপতি একটু চিন্তা ভাবনা করুন।

নিরোজ অধিকারী/রঘুনাথগঞ্জ

বারদিন পরও পুলিশ নিষ্ক্রিয় (১ম পৃষ্ঠার পর)

সুকচাঁদ মন্ডলের বড় ছেলে মঙ্গলের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই তার মেয়েকে শ্বশুর, শাশুড়ী, দেওর, স্বামী ও মাঝে মধ্যে মামা শ্বশুর ভরত মন্ডল মারধোর করত। তবুও বাবা-মায়ের মুখ চেয়ে স্বামীর ঘরে থাকতো। চণ্ডলার বড় মেয়ে (৮) মামার বাড়ীতে থাকে। নবান্ন উপলক্ষ্যে গত ৩ ডিসেম্বর মেয়েকে নিয়ে আসার জন্য চণ্ডলার মা বীরেন্দ্রনগর যান। সেখানে শ্বশুর বাড়ীর লোকেদের কাছে জানতে পারেন আগের দিন (২ ডিসেম্বর '০৬) কাউকে কিছু না জানিয়ে চণ্ডলা তার দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে গেছে। সাধন মন্ডল আমাদের সংবাদদাতাকে জানান—বার চারেক রঘুনাথগঞ্জ থানায় ধর্ণা দেন। তার মেয়ের খোঁজে সরজমিন তদন্তে বীরেন্দ্রনগর যাবার জন্য আবেদন নিবেদন করেন পুলিশের কাছে। সংবাদ লেখা পর্যন্ত ডাইরী করার বার দিন হয়ে গেলেও রঘুনাথগঞ্জ থানা কর্তৃপক্ষের মধ্যে এ নিয়ে কোন হেলদোল নেই। তাই চণ্ডলা ও তার দুই সন্তানের রহস্যজনক অন্তর্ধান রহস্যেই থেকে গেছে।

কর্মী নিয়োগ করায় হাইকোর্ট (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিডিওকে এবং সিডিপিওকে লিখিতভাবে জানান। এরপরও এই অনিয়মের কোন প্রতিবিধান না হওয়ায় তিনজন প্রার্থী সোফিয়ারা খাতুন, কাকলি সরকার ও হোসনারা খাতুন হাই কোর্টের আশ্রয় নেন বলে খবর।

মহিলার মৃত্যু (১ম পৃষ্ঠার পর)

জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সরাসরি কলকাতা পাঠিয়ে দেয়া হয়। ইনটারন্যাল হেমারেজের জেরে ছায়া সিংহ মারা যান। চালক ছিলেন মোটর সাইকেলের মালিক দিয়ার ফতেপুরের টিপু সুলতান। গত ১২ ডিসেম্বর '০৬ পুলিশ কেসটি গ্রহণ করলেও এখন পর্যন্ত গাড়ীর চালককে গ্রেপ্তার করা হয়নি বা গাড়ীটি বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।

বহু গ্রাম অন্ধকারে (১ম পৃষ্ঠার পর)

তার (তের স্পেন=৩৯০০ ফুট) দুষ্কৃতীরা কেটে নেয়। এর ফলে নাইত, বৈদরা, সেন্ডা, জামুয়ার, বাইন্ধ্যা, সাহেবনগর, ঝারোয়া ইত্যাদি গ্রামের বিদ্যুৎ পরিষেবা বানচাল হয়ে যায়। রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ জানালেও এখন পর্যন্ত খোয়া যাওয়া তারের কোন সন্ধান মেলেনি বা কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বলে বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে জানা যায়।

সরকারী ফরমান জারী (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিধি নিষেধ না মানা হলে ঐ সব উৎসব বাড়ীর ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হবে। এবং ভবিষ্যতে কোন রকম সামাজিক অনুষ্ঠান ওখানে করতে দেয়া হবে না। যে সব শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা এরকম—উৎসব বাড়ীর বাইরে বা সংলগ্ন খোলা জায়গায় কোন লাউডস্পীকার/মাইক্রোফোন বা শব্দ সৃষ্টিকারক কোন যন্ত্র বসানো যাবে না। উৎসব বাড়ীর মধ্যে ঢাকা জায়গাতে বসানো যাবে। এবং শব্দমাত্রা যাতে উৎসব বাড়ীর বাইরে না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। লাউডস্পীকার বা মাইক্রোফোন উৎসবের দিন সকাল ৮টা থেকে ৮টা পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টার পর উৎসব বাড়ীর ঢাকা বা খোলা কোন জায়গায় আতসবাজি ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জেনারেটরের নেট উৎসব বাড়ীর মধ্যে ঢাকা জায়গায় বসাতে হবে, তাতে যেন দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে। এছাড়া উৎসবের বর্জ্য পদার্থ সীমানার মধ্যে জমা রাখতে হবে ও উৎসব সমাপ্তির ১২ ঘন্টার মধ্যে পরিষ্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছাত্র-যুব উৎসব—২০০৬ (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিযোগীই কেবলমাত্র হলদিয়াতে রাজ্য ছাত্র-যুব উৎসব যা ১৬ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ২০০৬ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে অংশ নিতে পারবেন। অন্যদিকে এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুল টানা তিন দিন বন্ধ রাখার জন্য বহু অভিভাবক অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

কাজের লোক চাই প্রতিষ্ঠিত ফার্মের জন্য

হায়ার সেকেন্ডারী, বি-এসসি এবং বি-কম পাস, সাইকেল ও মোটর সাইকেলে রপ্ত তিনজন কাজের লোক প্রয়োজন। কমপিউটার জানা প্রার্থী বিশেষ অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স অনুর্দ্ধ ৩০।

যোগাযোগ— মোবাইল ঃ ৯৪৩৪০০০৬৪৭

দু'জন কর্মী প্রয়োজন

ইট ভাটায় থেকে কাজ দেখাশোনার জন্য দু'জন কর্মঠ যুবক প্রয়োজন।

যোগাযোগ ঃ M 9434064231

বামফ্রন্ট সরকার

গৌরবময় ৩০ বছর

শিল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে শহর ও গ্রাম হাঁটছে পাশাপাশি। শিল্পের এই কর্মযজ্ঞে শুধু শহরই নয় বাংলার ৩৮,০০০ গ্রামের ভূমিকাও আজ প্রথম সারিতে। শিল্পে শুধু আমাদের দেশের নয়, বিদেশি বিনিয়োগের জোয়ার গ্রামীণ অর্থনীতিতে এনেছে নতুন মাত্রা—বৃদ্ধি পেয়েছে আরো কর্মসংস্থানের সুযোগ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কৃষি আমাদের ভিত্তি

শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ

স্মারক সংখ্যা ৭৮৭ (২০) তথ্য তাং ১১/১২/০৬

আমাদের প্রচুর ষ্টক—তাই মাঘ-ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

॥ নিউ কার্ডস কেয়ার ॥

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।